ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে, কিভাবে অসুর শাল্ব একটি বিশাল ও ভয়ঙ্কর বিমান দখল করেছিল, কিভাবে সেটি সে দ্বারকার বৃষ্ণিদের আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে ভগবান প্রদ্যুম্নকে সেই ঘটমান যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

শাল্ব ছিল সেইসব রাজাদের মধ্যে একজন, যারা রুক্মিণীদেবীর বিবাহের সময় পরাজিত হয়েছিল। তখনই পৃথিবী যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সে প্রতিদিন একবার মাত্র একমুষ্টি ধুলি ভক্ষণ করে দেবাদিদেব শিবের পূজা করতে শুরু করল। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শাল্বের সম্মুখে শিব আবির্ভূত হলেন এবং তাকে একটি বর প্রার্থনা করতে বললেন। শাল্ব দেব, দানব ও মনুষ্যগণের হৃদয়ে ভয় জাগানো এমন এক উড়ন্ত যান প্রার্থনা করল যা যেকোন স্থানে যেতে পারে। দেবাদিদেব শিব তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন এবং ময়দানবকে দিয়ে শাল্বের জন্য 'সৌভ' নামক একটি উড়ন্ত লৌহ নগরী নির্মাণ করালেন। শাল্ব এই যানটি দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে সে ও তার অসংখ্য সৈন্যরা নগরী অবরোধ করল। তার আকাশযান থেকে শাল্ব দ্বারকায় গাছের গুঁড়ি, বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল এবং সে এক দারুণ ঘূর্ণি ঝড় সৃষ্টি করল যা সমস্ত কিছু ধুলায় আচ্ছন্ন করে দিল।

যখন প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং অন্যান্য যদুবীরগণ দ্বারকার ও তার অধিবাসীদের দুর্দশা দেখলেন, তখন তাঁরা শাল্বের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বের হলেন। যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন তাঁর দিব্য অস্ত্র দ্বারা শাল্বের সকল মায়াময় ইন্দ্রজাল বিনষ্ট করলেন এবং তিনিও শাল্বকে স্বয়ং বিমোহিত করলেন। ফলে শাল্বের আকাশযান উদ্দেশ্যহীনভাবে পৃথিবী, আকাশ ও পর্বতচূড়ায় ভ্রমণ করতে লাগল। কিন্তু তখন শাল্বের দ্যুমন নামে এক অনুচর প্রদ্যুম্নের বুকে তার গদা দ্বারা আঘাত করলে প্রদ্যুম্নের সারথি তার প্রভুকে গুরুতররূপে আহত মনে করে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন অচিরেই সংজ্ঞা ফিরে পেলেন এবং তাঁর সারথিকে এই কার্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাদ্ভুতং নৃপ ।
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এখন; **অন্যৎ**—আরেকটি; **অপি**—তবু; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **কর্ম**—কর্ম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **নৃপ**—হে রাজন; **ক্রীড়া**—লীলার্থ; **নর**—মনুষ্যতুল্য; **শরীরস্য**—যার দেহ; **যথা**—যেভাবে; **সৌভ-পতিঃ**—সৌভের প্রভু (শাল্ব); **হতঃ**—নিহত করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, চিন্ময় লীলা উপভোগের জন্য যিনি তাঁর মনুষ্যতুল্য দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত অন্য একটি অদ্ভুত কর্মের কথা এখন শ্রবণ কর। শোন, কিভাবে তিনি সৌভপতিকে নিহত করেছিলেন।

শ্লোক ২

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ ।
যদুভির্নির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

শিশুপাল-সখঃ—শিশুপালের বন্ধু; **শাল্বঃ**—শাল্ব নামক; **রুক্মিণী-উদ্বাহে**—রুক্মিণীর বিবাহে; **আগতঃ**—সমাগত; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **নির্জিতঃ**—পরাজিত; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **জরাসন্ধ-আদয়ঃ**—জরাসন্ধ ও অন্যান্যরা; **তথা**—তথা।

অনুবাদ

শাল্ব ছিল শিশুপালের বন্ধু। সে যখন রুক্মিণীর বিবাহে উপস্থিত হয়েছিল তখন জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাকেও যদু যোদ্ধারা পরাজিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্ ।
অযাদবাং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত ॥ ৩ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **প্রতিজ্ঞাম্**—একটি প্রতিজ্ঞা; **অকরোৎ**—করেছিল; **শৃণ্বতাম্**—তারা যেমন শ্রবণ করেছিল; **সর্ব**—সকল; **ভূ-ভুজাম্**—রাজাগণ; **অযাদবাম্**—যাদবশূন্য; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **করিষ্যে**—আমি করব; **পৌরুষম্**—পৌরুষ; **মম**—আমার; **পশ্যত**—দর্শন করুন।

অনুবাদ

শাল্ব সকল রাজাদের উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—"আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব। আপনারা কেবল আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করুন।"

শ্লোক ৪

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্ ।
আরাধয়ামাস নৃপ পাংশুমুষ্টিং সকৃদ্ গ্রসন্ ॥ ৪ ॥

ইতি—এইসকল কথার সঙ্গে; মূঢ়ঃ—মূর্খ; প্রতিজ্ঞায়—প্রতিজ্ঞা করে; দেবম্—ভগবান; পশু-পতিম্—পশুপতি শিব; প্রভুম্—তার প্রভু; আরাধয়াম্ আস—আরাধনা করল; নৃপঃ—রাজা; পাংশু—ধূলির; মুষ্টিম্—মুষ্টি; সকৃদ্—একবার (প্রতিদিন); গ্রসন্—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

এইভাবে তার প্রতিজ্ঞা করে সেই মূর্খ রাজা প্রতিদিন একমুষ্টি ধূলি ছাড়া অন্য কিছু না ভক্ষণ করে দেবাদিদেব পশুপতিকে (শিব) তার ঈশ্বররূপে পূজা করতে শুরু করল।

শ্লোক ৫

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্ ॥ ৫ ॥

সংবৎসর—এক বছরের; অন্তে—শেষে; ভগবান্—ভগবান; আশুতোষঃ—তিনি, যিনি সত্বর সন্তুষ্ট হন; উমা-পতিঃ—উমার পতি; বরেণ—একটি বর; চ্ছন্দয়াম্ আস—তাকে প্রার্থনা করালেন; শাল্বম্—শাল্ব; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; আগতম্—আগত।

অনুবাদ

মহাদেব উমাপতি 'আশুতোষ' রূপে পরিচিত, তবুও এক বৎসরের শেষে তাঁর শরণাগত শাল্বকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

শাল্ব দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করেছিলেন, যিনি আশুতোষ অর্থাৎ 'যিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন' রূপে খ্যাত। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ একটি বৎসর দেবাদিদেব শিব শাল্বের কাছে আসেননি, কারণ এক মহান সর্বজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বা মহাদেব হওয়ায় তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শত্রুকে প্রদত্ত যে কোন বরই নিষ্ফল হবে।

তবুও *শরণম্ আগতম্* কথাটির দ্বারা যেমন বলা হয়েছে যে, শাল্ব দেবাদিদেব শিবের আশ্রয়ের জন্য এসেছিল আর তাই একজন অর্চনাকারী বর লাভ করবে এই সাধারণ নীতি পালনের জন্য, দেবাদিদেব শিব শাল্বকে একটি বর প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।
অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্ ॥ ৬ ॥

দেব—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—দানবেরা; **মনুষ্যাণাম্**—এবং মানুষেরা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব দ্বারা; **উরগ**—দিব্যনাগ; **রক্ষসাম্**—এবং রাক্ষস; **অভেদ্যম্**—অবিনাশী; **কাম**—স্বেচ্ছায়; **গম্**—ভ্রমণশীল; **বব্রে**—প্রার্থনা করল; **সঃ**—সে; **যানম্**—যান; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিদের জন্য; **ভীষণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

শাল্ব একটি যান প্রার্থনা করল যা দেবতা, দানব, মানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসদের দ্বারাও অবিনাশী, সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানেই তা ভ্রমণ করতে পারবে এবং যা বৃষ্ণিদের আতঙ্কিত করবে।

শ্লোক ৭

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
পুরং নির্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥ ৭ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে বলে; **গিরিশ**—দেবাদিদেব শিব দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদেশ প্রাপ্ত; **ময়ঃ**—ময়দানব; **পর**—শত্রুর; **পুরম্**—নগরীসমূহ; **জয়ঃ**—জয়কারী; **পুরম্**—এক নগরী; **নির্মায়**—নির্মাণ করে; **শাল্বায়**—শাল্বকে; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **সৌভম্**—সৌভ নামক; **অয়ঃ**—লৌহের; **ময়ম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব বললেন, "তাই হোক।" তাঁর নির্দেশে ময়দানব, যিনি তাঁর শত্রুর নগরীগুলি জয় করেছেন, সৌভ নামক একটি উড়ন্ত লৌহনগরী নির্মাণ করলেন এবং তা শাল্বকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৮

স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্ ।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্ ॥ ৮ ॥

সঃ—সে; লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; কাম-গম্—স্বেচ্ছাগামী; যানম্—যান; তমঃ—অন্ধকারের; ধাম্—আলয়; দুরাসদম্—দুর্ধর্ষ; যযৌ—গমন করল; দ্বারবতীম্—দ্বারকার দিকে; শাল্ব—শাল্ব; বৈরম্—শত্রুতা; বৃষ্ণি-কৃতম্—বৃষ্ণিগণ দ্বারা প্রদর্শিত; স্মরণ—স্মরণ করতে করতে।

অনুবাদ

এই দুর্ধর্ষ যানটি অন্ধকারে পূর্ণ ছিল এবং যেকোন স্থানে যেতে পারত। সেটি পেয়ে তার প্রতি বৃষ্ণিদের শত্রুতা স্মরণ করতে করতে শাল্ব দ্বারকায় গিয়েছিল।

শ্লোক ৯-১১

নিরুধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ ।
পুরীং বভঞ্জোপবানুদ্যানানি চ সর্বশঃ ॥ ৯ ॥
সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ ।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
শিলাদ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্ রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥ ১১ ॥

নিরুধ্য—অবরোধ করে; সেনয়া—এক সেনাবাহিনী দ্বারা; শাল্বঃ—শাল্ব; মহত্যা—বিশাল; ভরত-ঋষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; পুরীম্—নগরী; বভঞ্জ—সে ভঙ্গ করল; উপবান্—উপবন; উদ্যানানি—উদ্যান; চ—এবং; সর্বশঃ—চতুর্দিকে; স-গোপুরাণি—অট্টালিকা সহ; দ্বারাণি—এবং দ্বারগুলি; প্রাসাদ—প্রাসাদ; অট্টাল—নিরীক্ষণ কেন্দ্র; তোলিকাঃ—এবং পরিবেষ্টিত প্রাচীর; বিহারান্—ক্রীড়াস্থানগুলি; সঃ—সে, শাল্ব; বিমান—আকাশযানের; অগ্র্যাৎ—অগ্রদেশ হতে; নিপেতুঃ—সেখানে ফেলেছিল; শস্ত্র—অস্ত্রশস্ত্র; বৃষ্টয়ঃ—বর্ষণ; শিলা—প্রস্তর; দ্রুমাঃ—এবং বৃক্ষ; চ—ও; অশনয়ঃ—বজ্র; সর্পাঃ—সর্প; আসার-শর্করাঃ—এবং শিলাবৃষ্টি; প্রচণ্ডঃ—প্রচণ্ড; চক্রবাতঃ—একটি ঘূর্ণি; অভূৎ—উত্থিত হয়েছিল; রজসা—ধূলি দ্বারা; আচ্ছাদিতাঃ—আচ্ছাদিত হয়েছিল; দিশাঃ—সমস্ত দিক।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, প্রান্তিক উপবন ও উদ্যান, নিরীক্ষণ কেন্দ্রসহ প্রাসাদ, অট্টালিকা, পুরদ্বার এবং চতুর্দিকের প্রাচীর ও জনগণের ক্রীড়াক্ষেত্রও বিনষ্ট করে শাল্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। তার অনবদ্য আকাশযান থেকে সে নীচে প্রস্তর, বৃক্ষগুঁড়ি, বজ্র, সর্প ও শিলাবৃষ্টি সহ অস্ত্রের বর্ষণ করেছিল। একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা উঠে সমস্ত দিক ধূলিতে আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ১২

ইত্যর্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্ ।
নাভ্যপদ্যত শং রাজন্ত্রিপুরেণ যথা মহী ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; অর্দ্যমানা—পীড়িত; সৌভেন—সৌভ বিমান দ্বারা; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; নগরী—নগরী; ভৃশম্—ভয়ঙ্করভাবে; ন অভ্যপদ্যত—লাভ করতে পারল না; শম্—শান্তি; রাজন্—হে রাজন; ত্রি-পুরেণ—ত্রিপুরাসুর দ্বারা; যথা—মতো; মহী—পৃথিবী।

অনুবাদ

এইভাবে সৌভ বিমান দ্বারা ভয়ঙ্কররূপে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে হে রাজন, ঠিক যেমন পৃথিবী যখন ত্রিপুরাসুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে কোন শান্তি থাকল না।

শ্লোক ১৩

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন; ভগবান্—ভগবান; বীক্ষ্য—দর্শন করে; বাধ্যমানাঃ—উৎপীড়িত; নিজাঃ—তাঁর নিজ; প্রজাঃ—প্রজাদের; মা ভৈষ্ট—ভয় কর না; ইতি—এইভাবে; অভ্যধাৎ—বলে; বীরঃ—বীর; রথ—তাঁর রথে; আরূঢ়ঃ—আরোহণ করলেন; মহা—মহা; যশাঃ—যাঁর যশ।

অনুবাদ

প্রজাদের অত্যন্ত উৎপীড়িত হতে দেখে মহিমান্বিত বীর ভগবান প্রদ্যুম্ন তাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না" এবং তাঁর রথে তিনি আরোহণ করলেন।

শ্লোক ১৪-১৫

সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ ।
হার্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারণৌ ॥ ১৪ ॥
অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ ।
নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

সাত্যকিঃ চারুদেষ্ণঃ চ—সাত্যকি এবং চারুদেষ্ণ; সাম্বঃ—সাম্ব; অক্রূরঃ—এবং অক্রূর; সহ—সহ; অনুজঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; হার্দিক্যঃ—হার্দিক্য; ভানুবিন্দঃ—ভানুবিন্দ; চ—এবং; গদঃ—গদ; চ—এবং; শুক-সারণৌ—শুক এবং সারণ;

অপরে—অন্যান্যরা; চ—ও; মহা—মহা; ইষু-আসাঃ—ধনুর্ধারী; রথ—রথের; যূথ-প—নেতাদের; যূথ-পা—নেতাগণ; নির্যযুঃ—তাঁরা বেরুলেন; দংশিতাঃ—বর্ম পরিধান করে; গুপ্তাঃ—সুরক্ষিত; রথ—রথ; ইভ—হস্তী; অশ্ব—অশ্ব; পদাতিভিঃ—এবং পদাতিক সৈন্য দ্বারা।

অনুবাদ

সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর ও তার কনিষ্ঠভ্রাতাগণ হার্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ সহ রথযোদ্ধার প্রধান নির্দেশকগণ, অন্যান্য অসংখ্য ধনুর্ধারী সহ, বর্ম ও রথারূঢ় সৈন্যমণ্ডলী, গজ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে নগরী থেকে বের হলেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ ।
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তখন; প্রববৃতে—শুরু হল; যুদ্ধম্—একটি যুদ্ধ; শাল্বানাম্—শাল্বের অনুচরগণের; যদুভিঃ সহ—সঙ্গে যদুগণের; যথা—ঠিক যেমন; অসুরাণাম্—দানবগণের; বিবুধৈঃ—সঙ্গে দেবতাগণের; তুমুলম্—তুমুল; লোম-হর্ষণম্—রোমহর্ষক।

অনুবাদ

তখন শাল্বর বাহিনী ও যদুগণের মধ্যে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হল। সেটি ছিল দানব ও দেবতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের সমান।

শ্লোক ১৭

তাংশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ ।
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—সেই সকল; চ—এবং; সৌভপতেঃ—সৌভের প্রভুর; মায়া—মায়াজাল; দিব্য—দিব্য; অস্ত্রৈঃ—অস্ত্র দ্বারা; রুক্মিণী-সুতঃ—রুক্মিণীর পুত্র (প্রদ্যুম্ন); ক্ষণেন—ক্ষণকাল মধ্যে; নাশয়াম্ আস—বিনষ্ট করলেন; নৈশম্—রাত্রির; তমঃ—অন্ধকার; ইব—মতো; উষ্ণ—উষ্ণ; গুঃ—কিরণরাশি (সূর্য)।

অনুবাদ

সূর্যের উষ্ণ কিরণরাশি যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, ঠিক সেইভাবে তাঁর দিব্য অস্ত্র দ্বারা প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ শাল্বের সকল মায়াজাল বিনষ্ট করলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ ।
শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১৮ ॥
শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্ ।
দশভির্দশভির্নেতৃন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥

বিব্যাধ—তিনি আঘাত করলেন; **পঞ্চবিংশত্যা**—পঁচিশটি; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **পুঙ্খৈঃ**—বাণ; **অয়ঃ**—লৌহ; **মুখৈঃ**—মস্তক; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **ধ্বজিনী-পালম্**—প্রধান সেনাধ্যক্ষ; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **সন্নত**—মসৃণ; **পর্বভিঃ**—গ্রন্থি; **শতেন**—একশত; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **শাল্বম্**—শাল্ব; **এক-একেন**—এক এক দ্বারা; **অস্য**—তার; **সৈনিকান্**—সৈনিকদের; **দশভিঃ দশভিঃ**—দশ দশ দ্বারা; **নেতৃন্**—সারথিদের; **বাহনানি**—বাহনদের; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিন তিনটি দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান প্রদ্যুম্নের তীরগুলি সকলই ছিল স্বর্ণদণ্ড, লৌহ মস্তক এবং মসৃণ গ্রন্থি বিশিষ্ট। সেইগুলির পঁচিশটি দিয়ে তিনি শাল্বের প্রধান সেনাপতি দ্যুমনকে এবং একশত বাণ দিয়ে তিনি স্বয়ং শাল্বকে বিদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি এক-একটি তীর দিয়ে শাল্বের সৈন্যদের, দশ দশটি তীর দিয়ে তার সারথিদের এবং তিন তিনটি তীর দিয়ে তার অশ্ব ও অন্যান্য বাহনদের বিদ্ধ করলেন।

শ্লোক ২০

তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ।
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্বে স্বপরসৈনিকাঃ ॥ ২০ ॥

তৎ—সেই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **মহৎ**—শক্তিশালী; **কর্ম**—বীরত্ব; **প্রদ্যুম্নস্য**—প্রদ্যুম্নের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে; **পূজায়াম্ আসুঃ**—পূজা করেছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **স্ব**—তাঁর নিজ পক্ষের; **পর**—এবং শত্রুপক্ষের; **সৈনিকাঃ**—সৈন্যগণ।

অনুবাদ

উভয় পক্ষের সমস্ত সৈন্যরা যখন মহিমাময় প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত ও বলশালী বীরত্ব লক্ষ্য করল, তারা তখন তার প্রশংসা করেছিল।

শ্লোক ২১

বহুরূপৈকরূপং তদ্দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে ।
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ ॥ ২১ ॥

বহু—বহু; রূপ—রূপ; এক—এক; রূপম্—রূপ; তৎ—সেই (সৌভ আকাশযান); দৃশ্যতে—দৃশ্য; ন—না; চ—এবং; দৃশ্যতে—দৃশ্য; মায়া-ময়ম্—মায়াজাল; ময়—ময়দানব দ্বারা; কৃতম্—কৃত; দুর্বিভাব্যম্—দুর্লক্ষ্য; পরৈঃ—শত্রু (যাদবগণ) দ্বারা; অভূৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

মুহূর্তের মধ্যে ময়দানবের তৈরি সেই জাদুবিমান বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পর মুহূর্তে তা পুনরায় একরূপে মাত্র প্রকাশিত হল। কখনও কখনও তা দৃশ্যমান ছিল এবং কখনও কখনও তা ছিল অদৃশ্য। এইভাবে শাল্বের প্রতিপক্ষরা কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি যে, সেটি ঠিক কোথায় ছিল।

শ্লোক ২২

ক্বচিদ্ ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্ধ্নি জলে ক্বচিৎ ।
অলাতচক্রবদ্‌ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্দুরবস্থিতম্ ॥ ২২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; ভূমৌ—ভূমিতে; ক্বচিৎ—কখনও; ব্যোম্নি—আকাশে; গিরি—পর্বতের; মূর্ধ্নি—চূড়ায়; জলে—জলে; ক্বচিৎ—কখনও; অলাত-চক্রম্—ঘূর্ণায়মান অগ্নিগোলক; বৎ—মতো; ভ্রাম্যৎ—ভ্রমণ করতে লাগল; সৌভম্—সৌভ; তৎ—সেই; দুরবস্থিতম্—কোথাও স্থিরভাবে অবস্থান করছিল না।

অনুবাদ

মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সৌভ বিমানটি ভূমি, আকাশ, পর্বতচূড়া বা জলে প্রকাশিত হচ্ছিল। আলাতচক্রের ন্যায় তা কখনও স্থিরভাবে এক জায়গায় অবস্থান করছিল না।

শ্লোক ২৩

যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ ।
শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ ছরান্ সাত্বতযূথপাঃ ॥ ২৩ ॥

যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; উপলক্ষ্যেত—প্রকাশিত হোত; স-সৌভঃ—সৌভের সঙ্গে; সহ-সৈনিকঃ—তার সৈন্যগণ সহ; শাল্বঃ—শাল্ব; ততঃ ততঃ—সেখানে

সেখানে; **অমুঞ্চন্**—তারা নিক্ষেপ করেছিল; **শরান্**—তাদের তীরগুলি; **সাত্বত**—যদুগণের; **যুথ-পাঃ**—সেনাপতিরা।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে শাল্ব তার সৈন্যদল ও সৌভযান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল, যদুসেনাপতিরা সেখানেই তাদের তীর নিক্ষেপ করছিলেন।

শ্লোক ২৪

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ ।
পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

শরৈঃ—তীর দ্বারা; **অগ্নি**—অগ্নির মতো; **অর্ক**—এবং সূর্যের মতো; **সংস্পর্শৈঃ**—সংস্পর্শযুক্ত; **আশী**—সর্পের; **বিষ**—বিষতুল্য; **দুরাসদৈঃ**—দুঃসহ; **পীড্যমান**—পীড়িত; **পুর**—আকাশ নগরী; **অনীকঃ**—এবং যার সৈন্যবাহিনী; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **অমুহ্যৎ**—বিমোহিত হয়েছিল; **পর**—শত্রু দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—বিদ্ধ।

অনুবাদ

তার সৈন্যবাহিনী ও আকাশ নগরীকে এইভাবে শত্রুর অগ্নি ও সূর্যতুল্য এবং সর্পবিষের ন্যায় দুঃসহ তীর দ্বারা পীড়িত হতে দেখে শাল্ব বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, যদু সেনাপতিদের তীরগুলি ছিল অগ্নির মতো জ্বলন্ত যা যুগপৎ সমস্ত দিক হতে সূর্য কিরণের মতো বিদ্ধ করত এবং সর্পবিষের মতো স্পর্শমাত্র প্রাণনাশক ছিল।

শ্লোক ২৫

শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দিতাঃ ।
ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥ ২৫ ॥

শাল্ব—শাল্বের; **অনীক-প**—সেনাপতিদের; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **ওঘৈঃ**—বন্যা দ্বারা; **বৃষ্ণি-বীরাঃ**—বৃষ্ণিবংশের বীররা; **ভৃশ**—অতিশয়; **আর্দিতাঃ**—পীড়িত; **ন তত্যজু**—তাঁরা পরিত্যাগ করেনি; **রণম্**—যুদ্ধক্ষেত্র; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাদের নিজ; **লোক**—জগৎ; **দ্বয়**—দুই; **জিগীষবঃ**—বিজয় অভিলাষী।

অনুবাদ

যেহেতু বৃষ্ণিবংশের বীররা ঐহিক ও পারত্রিক জগৎ বিজয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাই শাল্বের সেনাপতিদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বর্ষণ তাঁদের বিপর্যস্ত করা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট বিজয় অভিলাষ পরিত্যাগ করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যদুবংশের বীররা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ করতে নতুবা মৃত্যু বরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা এই সত্যে নিশ্চিত ছিলেন যে, যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলে তাঁরা স্বর্গলোক লাভ করবেন, আর বিজয়ী হলে তাঁরা এই জগৎ উপভোগ করবেন।"

শ্লোক ২৬

শাল্বামাত্যো দ্যুমান্নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্ প্রপীড়িতঃ ।
আসাদ্য গদয়া যৌর্ব্যা ব্যাহত্য ব্যনদদ্বলী ॥ ২৬ ॥

শাল্ব-অমাত্যঃ—শাল্বর মন্ত্রী; দ্যুমান্ নাম—দ্যুমান নামক; প্রদ্যুম্নম্—প্রদ্যুম্ন; প্রাক্—ইতিপূর্বে; প্রপীড়িতঃ—আঘাত প্রাপ্ত; আসাদ্য—সম্মুখীন হয়ে; গদয়া—তার গদা দ্বারা; যৌর্ব্যা—কৃষ্ণলৌহ দ্বারা নির্মিত; ব্যাহত্য—আঘাত করে; ব্যনদৎ—গর্জন করেছিল; বলী—বলশালী।

অনুবাদ

ইতিপূর্বে শ্রীপ্রদ্যুম্ন দ্বারা আহত হয়ে শাল্বর মন্ত্রী দ্যুমান এখন তাঁর দিকে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এসে তাঁকে তার কৃষ্ণলৌহের গদা দ্বারা আঘাত করল।

শ্লোক ২৭

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্ ।
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্মবিদ্দারুকাত্মজঃ ॥ ২৭ ॥

প্রদ্যুম্নম্—প্রদ্যুম্ন; গদয়া—গদা দ্বারা; শীর্ণ—শীর্ণ; বক্ষ-স্থলম্—বক্ষস্থল; অরিম্—শত্রুর; দমম্—দমনকারী; অপোবাহ—সরিয়ে নিলেন; রণাৎ—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; সূতঃ—তাঁর সারথি; ধর্ম—তার ধর্মীয় কর্তব্যের; বিৎ—দক্ষজ্ঞাতা; দারুক-আত্মজঃ—দারুকের (শ্রীকৃষ্ণের সারথি) পুত্র।

অনুবাদ

দারুকের পুত্র প্রদ্যুম্নের সারথি ভেবেছিলেন যে, তার সাহসী প্রভুর বক্ষ গদার দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন বলে তিনি তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রদ্যুম্নকে সরিয়ে নিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রদ্যুম্নের *সচ্চিদানন্দ* দেহ ছিল, এক নিত্য, চিন্ময় রূপ যা জড় জাগতিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কখনই আহত হতে পারে না। কিন্তু দারুকের পুত্র ছিলেন এক মহান ভগবদ্ভক্ত এবং গভীর প্রেমবশত তার প্রভুর সুরক্ষার জন্য তিনি ভীত ছিলেন এবং তাই তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শাল্বের প্রধান সেনাপতির নাম ছিল দ্যুমান। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যদিও প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পঁচিশটি বাণের আঘাতে সে আহত হয়েছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তার গদা দিয়ে প্রদ্যুম্নকে সে এমন ভীষণভাবে আঘাত করল যে, প্রদ্যুম্ন অচেতন হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ একটি কোলাহল উঠল যে 'এখন তিনি মৃত! এখন তিনি মৃত!' প্রদ্যুম্নের বুকের উপর গদার বেগটি ছিল অত্যন্ত তীব্র, যা কোনও সাধারণ মানুষের বুক বিদীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

শ্লোক ২৮

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ ।
অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্ রণান্মেঽপসর্পণম্ ॥ ২৮ ॥

লব্ধ—লাভ করে; **সংজ্ঞঃ**—চেতনা; **মুহূর্তেন**—মুহূর্তের মধ্যে; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে; **অব্রবীৎ**—বললেন; **অহো**—অহো; **অসাধু**—অযথার্থ; **ইদম্**—এই; **সূত**—হে সারথি; **যৎ**—যে; **রণাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র হতে; **মে**—আমার; **অপসর্পণম্**—অপসারিত হওয়া।

অনুবাদ

শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, "হে সারথি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা জঘন্য কাজ হয়েছে।"

শ্লোক ২৯

ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ ।
বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥ ২৯ ॥

ন—না; **যদূনাম্**—যদুগণের; **কুলে**—পরিবার মধ্যে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **শ্রূয়তে**—শোনা যায়; **রণ**—যুদ্ধক্ষেত্র; **বিচ্যুতঃ**—যে পরিত্যাগ করেছে; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎ**—আমাকে; **ক্লীব**—ক্লীবের মতো; **চিত্তেন**—যার চিত্ত; **সূতেন**—সারথির জন্য; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছে; **কিল্বিষাৎ**—কলঙ্ক।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছে এমন কেউ যদুবংশে আমি ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে বলে কখনও জানা যায়নি। একজন সারথির ক্লীবের মতো চিন্তার ফলে এখন আমার যশ কলঙ্কিত হয়েছে।

শ্লোক ৩০

কিং নু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ ।
যুদ্ধাৎ মম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ৩০ ॥

কিম্—কি; নু—তখন; বক্ষ্যে—আমি বলব; অভিসঙ্গম্য—সাক্ষাৎ করে; পিতরৌ—আমার পিতার সঙ্গে; রাম-কেশবৌ—বলরাম এবং কৃষ্ণ; যুদ্ধাৎ—যুদ্ধক্ষেত্র হতে; সম্যক্—সর্বতোভাবে; অপক্রান্তঃ—পলায়িত; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত; তত্র—সেক্ষেত্রে; আত্মনঃ—আমার নিজের জন্য; ক্ষমম্—উপযুক্ত।

অনুবাদ

"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র পলায়ন করে যখন আমি তাঁদের কাছে ফিরে যাব তখন আমার পিতা, রাম ও কৃষ্ণের কাছে আমি কি বলব? আমার মর্যাদার উপযোগী কোন্ কথা তাঁদের আমি আর বলতে পারি?"

তাৎপর্য

শ্রীপ্রদ্যুম্ন এখানে লঘুভাবে *পিতরৌ* অর্থাৎ 'পিতাদের' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শ্রীবলরাম অবশ্যই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

শ্লোক ৩১

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীর তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে ॥ ৩১ ॥

ব্যক্তম্—অবশ্যই; মে—আমার; কথয়িষ্যন্তি—বলবে; হসন্ত্যঃ—হাসতে হাসতে; ভ্রাতৃ-জাময়ঃ—আমার ভ্রাতাদের পত্নীরা; ক্লৈব্যম্—পৌরুষহীনতা; কথম্—কিভাবে; কথম্—কিভাবে; বীর—হে বীর; তব—তোমার; অন্যৈঃ—তোমার শত্রুগণ দ্বারা; কথ্যতাম্—আমাদের বল; মৃধে—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

"অবশ্যই আমার ভ্রাতৃবধূরা আমার দিকে চেয়ে হাসবে আর বলবে, 'হে বীর, জগতে কিভাবে তোমার শত্রুরা যুদ্ধে তোমাকে এমন এক কাপুরুষে পরিণত করল আমাদের তা বল।' "

শ্লোক ৩২

সারথিরুবাচ

ধর্মং বিজানতায়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ময়া বিভো ।
সূতং কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্ রথিনং সারথিং রথী ॥ ৩২ ॥

সারথিঃ উবাচ—সারথি বলল; **ধর্মম্**—নির্দিষ্ট কর্তব্য; **বিজানতা**—যে যথাযথরূপে অবগত তার দ্বারা; **আয়ুষ্মন্**—হে চিরজীবী; **কৃতম্**—করেছি; **এতৎ**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিভো**—হে প্রভু; **সূতম্**—সারথি; **কৃচ্ছ্র**—বিপদের মধ্যে; **গতম্**—গত; **রক্ষেৎ**—রক্ষা করবে; **রথিনম্**—রথের প্রভুকে; **সারথিম্**—তাঁর সারথি; **রথি**—রথের মালিক।

অনুবাদ

সারথি উত্তর করল—হে চিরজীবিন্, আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য ভালভাবে অবগত হয়ে আমি তা করেছি। হে প্রভু, সারথি অবশ্যই বিপদগ্রস্ত রথের রথীকে রক্ষা করবে এবং রথীও অবশ্যই তার সারথিকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ৩৩

এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ময়াপোবাহিতো রণাৎ ।
উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **তু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপোবাহিতঃ**—অপসারিত; **রণাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **উপসৃষ্টঃ**—আহত; **পরেণ**—শত্রুর দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **মূর্চ্ছিতঃ**—অচেতন; **গদয়া**—তার গদা দ্বারা; **হতঃ**—আঘাত।

অনুবাদ

এই বিধি মনে রেখে, যেহেতু আপনি আপনার শত্রুর গদার আঘাতে অচেতন হয়েছিলেন, তাই আপনি গুরুতর আহত হয়েছেন মনে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ' নামক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।